গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-২ শাখা
www.mocat.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩০.০০.০০০০.০১৬.২২.০০৪.২২.৩

তারিখ: ২ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: খসড়া জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০২৪ এর উপর মতামত প্রদান

সূত্র: এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩০.০০.০০০০.০১৬.২২.০০৪.২২-৪২৩; তাং-০৩.১২.২০২৪খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের পর্যটনের টেকসই উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে 'জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০২৪' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া নীতিমালার উপর গত ০৩/১২/২০২৪ তারিখের ৪২৩ নং স্মারকে জারিকৃত পত্রের মাধ্যমে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হলেও অদ্যাবধি তাঁর মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে কোনো মতামত পাওয়া যায়নি।

২। বর্ণিতাবস্থায়, খসড়া 'জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০২৪' এর উপর আগামী ৩০.০১.২০২৫ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

বিবেচ্য সংযুক্তি: জাতীয় পর্যটন নীতিমালা২০২৪ এর খসড়া

সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) এ মন্ত্রণালয়ের পত্র
(২) জাতীয় পর্যটন নীতিমালা২০২৪ এর খসড়া

১৬-০১-২০২৫
মোঃ সাইফুল ইসলাম মন্ডল
উপ-সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
০২-৯৫৪৫৮৮৯ (ফোন)
৯৫১৫৪৯৯ (ফ্যাক্স)
dstourism2@mocat.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
২। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
৩। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিব এর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব (রুটিন দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৭। সচিব (রুটিন দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, সচিবের দপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৯। সচিব, সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১০। সচিব, সচিবের দপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১১। সচিব (রুটিন দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১২। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দপ্তর, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এর সচিবালয়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।
১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।
১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, Bangladesh Services Ltd.।
১৬। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় [খসড়া নীতিমালার উপর সকলের মতামত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]।

স্মারক নম্বর: ৩০.০০.০০০০.০১৬.২২.০০৪.২২.৩/১ (৩)

তারিখ: ২ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। অতিরিক্ত সচিব, পর্যটন অনুবিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব, পর্যটন-১ অধিশাখা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

১৬-০১-২০২৫
মোঃ সাইফুল ইসলাম মন্ডল
উপ-সচিব (রুটিন দায়িত্ব)

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

জুন, ২০২৪

সূচীপত্র

অধ্যায়	ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১		পর্যটন শিল্প উন্নয়নের গুরুত্ব	১
		১.১	পটভূমি	১
		১.২	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প	১
		১.৩	জাতীয় পর্যটন নীতিমালার যৌক্তিকতা	২
দ্বিতীয় অধ্যায়	২		জাতীয় পর্যটন নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩-৫
তৃতীয় অধ্যায়	৩	৩.১	জাতীয় পর্যটন নীতিমালার প্রধান প্রধান দিকসমূহ	৬-৭
		৩.২	প্রধান প্রধান পর্যটন-আকর্ষণ উন্নয়ন	৭
		৩.২.১	সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক পর্যটন উন্নয়ন	৭
		৩.২.২	সুন্দরবন ও দেশের বিভিন্ন স্থানে টেকসই ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়ন	৮
		৩.২.৩	প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন উন্নয়ন	৮
		৩.২.৪	নৌ-পর্যটন ও গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন	৮
		৩.২.৫	ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়ন	৮
		৩.২.৬	সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন	৮-৯
		৩.২.৭	অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন	৯
		৩.২.৮	যুব পর্যটন উন্নয়ন	৯
		৩.২.৯	কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন	৯
		৩.২.১০	ক্রীড়া পর্যটন	৯
		৩.২.১১	বিবিধ	৯
চতুর্থ অধ্যায়	৪		জাতীয় পর্যটন নীতির বাস্তবায়ন কৌশল	১০
			জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১০
		৪.১	জাতীয় পর্যায়	১০-১১
		৪.১.১	জাতীয় পর্যটন পরিষদ	১১
		৪.১.২	পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১১
		৪.১.৩	পর্যটন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি	১১
		৪.১.৪	আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি	১১
		৪.২	বিভাগীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়	১১
		৪.৩	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে সম্পৃক্ত করা	১১
পঞ্চম অধ্যায়	৫		জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ	১২
		৫.১	আইন প্রণয়ন	১২
		৫.২	পর্যটন এলাকা ও পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ	১২
		৫.৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্তকরণ	১২
		৫.৪	পর্যটন খাতে দেশি, অনাবাসি বাংলাদেশি বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ	১২
		৫.৫	আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়	১৩
		৫.৬	ইকো-ট্যুরিজম	১৩
		৫.৭	অবিকশিত পর্যটন এলাকা	১৩

অধ্যায়	ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
		৫.৮	একক সেবা কেন্দ্র	১৩
		৫.৯	নৃতাত্ত্বিক হস্তশিল্প ও সুভেন্যির	১৩
		৫.১০	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	১৩-১৪
		৫.১১	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	৬		পর্যটন পণ্য উন্নয়ন কৌশল	১৫
		৬.১.	পর্যটন উন্নয়নের জন্য সাধারণ কৌশল	১৫
		৬.১.১	পর্যটন গন্তব্য চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন	১৫
		৬.১.২	অবকাঠামো উন্নয়ন	১৫
		৬.১.৩	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ	১৫
		৬.১.৪	ইকো-ট্যুরিজম এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ	১৫
		৬.১.৫	পর্যটন অফারগুলিকে বৈচিত্র্যময় করা	১৫
		৬.১.৬	দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১৫
		৬.১.৭	বিপণন ও প্রচার	১৫
		৬.১.৮	সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব	১৫
		৬.১.৯	পর্যটকদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করা	১৫
		৬.১.১০	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৫
			পর্যটন কার্যক্রম এবং পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য থিম ভিত্তিক কৌশল	১৬
		৬.২	বীচ পর্যটন	১৬
		৬.৩	হেলথ এন্ড হিলিং/ওয়েলনেস ট্যুরিজম	১৬
		৬.৪	গ্রামীণ পর্যটন	১৬-১৭
		৬.৫	আন্তঃসীমান্ত পর্যটন (ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম)	১৭
		৬.৬	ধর্মীয় পর্যটন	১৭
		৬.৭	অ্যাডভেঞ্চার ও স্পোর্টস ট্যুরিজম	১৭
		৬.৮	সাংস্কৃতিক পর্যটন	১৭
		৬.৯	মুক্তিযুদ্ধ স্মারক এবং ইতিহাস পর্যটন	১৭
		৬.১০	ইকো-ট্যুরিজম	১৮
		৬.১১	জাতিগত পর্যটন	১৮
		৬.১২	ক্রুজ ট্যুরিজম	১৮
		৬.১৩	মাইস পর্যটন (MICE-Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)	১৮
		৬.১৪	নদী পর্যটন	১৮
		৬.১৫	শিক্ষা পর্যটন	১৯
		৬.১৬	দায়িত্বশীল পর্যটন	১৯
		৬.১৭	পর্যটন এলাকায় উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ	১৯
		৬.১৮	বাংলাদেশ পর্যটন আকর্ষণ ও পর্যটন পরিসেবার মান নিয়ন্ত্রণ	১৯

অধ্যায়	ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
		৬.১৯	হাইওয়ের পাশে এবং পর্যটন সাইটে পর্যটকদের জন্য মৌলিক সুবিধাদি	১৯
সপ্তম অধ্যায়	৭		পর্যটন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ	২০
		৭.১	বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/স্থান/দ্বীপ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন	২০
		৭.২	বিমান ও পর্যটন সংস্থার যৌথ উদ্যোগ	২০
		৭.৩	বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসা পদ্ধতি ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিধানাবলী সহজীকরণ	২০
		৭.৪	পর্যটক আগমনকারী উৎস দেশসমূহ (Tourist generating country) চিহ্নিতকরণ	২০
		৭.৫	বিপণন ও প্রচার	২০-২১
		৭.৬	দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ (জনবল) গঠন	২১
		৭.৭	পর্যটন সংক্রান্ত গবেষণা	২১
		৭.৮	যৌথ উদ্যোগ	২১
		৭.৯	পর্যটকদের নিরাপত্তা	২১-২২
		৭.১০	বিবিধ	২২

প্রথম অধ্যায়

১. পর্যটন শিল্প উন্নয়নের গুরুত্ব:

১.১ পটভূমি

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্প জাতিগত সংযোগ, সৌহার্দ্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির অনুপম বাহন। গ্রিক রূপকথার অন্যতম চরিত্র ইউলিসিস, সপ্তম শতকের বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ও পন্ডিত হিউয়েন সাং (Huen Sung) (জন্ম ৬০২ খ্রিষ্টাব্দ) চতুর্দশ শতকের মরক্কোর বিখ্যাত অভিযাত্রিক ইবনে বতুতাসহ (জন্ম ১৩০৪ খ্রি:) মানবেতিহাসের কালে কালে যারা বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তারা আমাদের জন্য যে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গিয়েছেন তা হচ্ছে: সহজাত ভ্রমণের নেশায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সভ্য মানুষ বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের সীমানার অভ্যন্তরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেও দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করাও জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। গত শতাব্দীর প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন, অসংখ্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত ও সুলভ বিস্তারের ফলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং সভ্যতা দেখার সহজাত আগ্রহে পর্যটন সারা বিশ্বে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। পর্যটন পরিগণিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে। গত অর্ধ শতক জুড়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি ক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে পর্যটনের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় বেশির ভাগ দেশের গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎসের (Source of income) মধ্যে পর্যটন একটি। বর্তমানে বিশ্বে অনেক দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হচ্ছে পর্যটন। সারাবিশ্বে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনে বহুমাত্রিক পর্যটন ও সেবাশিল্প বিশাল ভূমিকা পালন করছে। জনবহুল এদেশেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্প এক অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই পর্যটন বিশ্বজনীন বিস্তৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ১৯৩৯ সালে 'পর্যটন' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংগঠন 'বিশ্ব পর্যটন সংস্থা' (UNWTO) গঠন করে। বাংলাদেশ এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। বিশ্বে অর্থনৈতিক, মানবিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে এ শিল্পের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বহুজাতিক বিভিন্ন সংস্থার নানা প্রকার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে ভূমিকা রাখছে।

১.২ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, অনুপম সমুদ্র বেলাভূমি-কুয়াকাটা এবং বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট-সুন্দরবন, প্রবাহমান মহানদী-পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ অসংখ্য নদ-নদী, বন, পাহাড়, হ্রদ, নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত সিলেট অঞ্চলের চা-বাগান ও টিলা, সিলেট-মৌলভীবাজার-সুনামগঞ্জ-কিশোরগঞ্জের দিগন্ত বিস্তৃতি হাওড়-বাওড়সহ অনেক সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ দেশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালী, বন্যপ্রাণী, জীবজন্তু, পাখি ও জীব-বৈচিত্র্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান, নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতিসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সমাহার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারা ও সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প, লোকজ উৎসব ও নানা লোকজ কাহিনী উপাখ্যানে সমৃদ্ধ চিরায়ত বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, গ্রামবাংলার সমাজ ব্যবস্থার আবহমান রূপ বৈচিত্র্য, দেশীয় খাবার ইত্যাদি বিশ্বে পর্যটকদের নিকট পর্যটন-আকর্ষণ (Tourist attraction) হিসেবে

পরিগণিত হতে পারে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নাগরিকগণের একটি বড় অংশ দেশে-বিদেশে আনন্দ ভ্রমণ করছে, নিজের শহর থেকে দূরে গিয়ে অবকাশযাপন করছে, ছুটি কাটাচ্ছে। তাদেরকে সার্ভিস প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সেবাখাতে অনেক বড় বড় অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হচ্ছে। পর্যটন ও সেবাখাত সম্প্রসারিত হয়ে দেশীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারছে। সুপরিকল্পিত কর্মকৌশল ও সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এ সকল অমিত সম্ভাবনাময় পর্যটন-আকর্ষণ ব্যাপক ও বিশ্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। এতে অন্যান্য দেশের মত এদেশেও পর্যটন খাত বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। এদেশেও পর্যটন ও সেবা খাতটি অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিণত হয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

১.৩ জাতীয় পর্যটন নীতিমালার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের পর্যটন এখনো প্রারম্ভিক (Take off) পর্যায়ে রয়েছে। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশে পর্যটন ও সেবা শিল্প কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ পর্যটনের বিকাশ হলেও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়নি। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের নিবিড় সহযোগিতা ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য পর্যটন সুবিধাদি প্রতিষ্ঠাসহ নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন অবকাঠামো তৈরী করা প্রয়োজন। ঘনবসতিপূর্ণ এদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্পের প্রসার ও বিস্তার এখন সময়ের দাবী। প্রয়োজনীয় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন অবকাঠামো তৈরী ও সৃষ্ট অবকাঠামোর সুষ্ঠু তদারক ও পরিচালনা করতে পারলে এ খাতের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তৈরী হতে পারে।

আগামী দিনগুলোতে বিশ্ব জুড়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এ প্রতিযোগিতায় অঙ্গীভূত হয়ে বিশ্ব পর্যটন আয়ের অংশীদার হতে হলে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় এ শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে একটি সমন্বিত, বাস্তবধর্মী এবং যুগোপযোগী পর্যটন নীতির অনুসরণ করতে হবে। এর আওতায় গঠিত আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌত অবকাঠামো গঠন, অনুসরণ ও কার্যকর করতে হবে। অমিত সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে একটি বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী পর্যটন নীতিমালা প্রণয়ন করে আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌত অবকাঠামোর অধীনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, অদূর ভবিষ্যতে পর্যটন শিল্প বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সুপরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়নে জন্য ১৯৯২ সনে একটি পর্যটন নীতিমালা প্রণীত হয়েছিল, যা ২০১০ পরিবর্ধিত আকারে জারী করা হয়েছিল। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় পর্যটন নীতিমালাটি হালনাগাদ করে একটি যুগোপযোগী পর্যটন নীতিমালা, ২০২৪, প্রণয়ন ও জারী করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. জাতীয় পর্যটন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে পর্যটন শিল্পকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ, দায়িত্বশীল ও টেকসই পর্যটন উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে এ নীতির মূল লক্ষ্য। জাতীয় পর্যটন নীতির অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল, নীতি ও কর্মসূচিতে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে পর্যটনকে প্রাধান্য দিয়ে অন্তর্ভুক্তকরণ;

(২) বাংলাদেশে সুপরিকল্পিত পর্যটন উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(৩) পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য যথোপযুক্ত আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরী ও কার্যকর করা;

(৪) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে একটি আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিত রূপকল্প প্রণয়ন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৫) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও এলাকাভিত্তিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৬) বিশ্বব্যাপী বিপণন চাহিদার নিরিখে পর্যটন-আকর্ষণসমূহের শ্রেণীভুক্তকরণ এবং সেগুলোর বাজার সম্ভাবনা ও চাহিদা অনুসারে উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন;

(৭) পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বিপণন;

(৮) পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান নিশ্চিতকরণ;

(৯) জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবদান নিশ্চিতকরণ;

(১০) পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারের সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে পর্যটন শিল্পে ও পর্যটন-আকর্ষণসমূহের উন্নয়ন সাধন;

(১১) পর্যটন-আকর্ষণ, পণ্য ও সেবার মান নিশ্চিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(১২) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান ও কর অব্যাহতির লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান;

(১৩) দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার ও বিপণন;

(১৪) বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৫) বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের সমন্বিত বিপণন ও ভাবমূর্তি উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন/দূতাবাস ও কনসুলার অফিসসমূহকে পর্যটন প্রচার ও প্রসারে সম্পৃক্তকরণ করে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান;

(১৬) বহুমাত্রিক পর্যটন শিল্প বিকাশে আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(১৭) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পর্যটন উন্নয়ন-বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ;

(১৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দূরবর্তী অনগ্রসর পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

(১৯) দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহকে সংরক্ষণ করে পর্যটন-আকর্ষণে পরিণত করা এং প্রচার ও বিপণন;

(২০) গ্রামীণ পর্যটন, শিক্ষা পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন, বিচ পর্যটন, ক্রুজ পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পর্যটন, ইকো পর্যটন, নৃ-পর্যটন, ক্রস বর্ডার পর্যটন, নদী পর্যটন, বিনোদন পর্যটন, কৃষি পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, ক্রীড়া পর্যটন, অলটারনেটিভ ট্যুরিজম, কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন, হোমস্টে পর্যটন ইত্যাদির উন্নয়নসহ পর্যটন-আকর্ষণসমূহের বহুমুখীকরণ;

(২১) পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(২২) সহজ, নিরাপদ ও সুলভ অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন;

(২৩) পর্যটন ও সেবা খাতের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র/ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও পেশাদার মানবসম্পদ (জনবল) সৃষ্টি;

(২৪) পর্যটন শিল্প বিকাশে গবেষণা, বিপণন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন;

(২৫) পর্যটন শিল্পে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ইন্টারনেটে বাংলাদেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্তের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ;

(২৬) পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও Exclusive Tourist Zone সৃষ্টির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য পযটন আকর্ষণ সৃষ্টি;

(২৭) পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(২৮) পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ;

(২৯) পর্যটন স্পটসমূহে সুভেন্যির তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(৩০) UN Tourism, PATA, D8, IORA, SASEC, SESRIC, ICTM, COMCEC ও BIMSTEC ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সহযোগিতায় সমন্বিত পর্যটন কর্মসূচি গ্রহণ;

(৩১) বিশ্ব পর্যটন সংস্থাসহ (UN Tourism) পর্যটন সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং সংস্থাসমূহ হতে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা/সহায়তা গ্রহণ, ইত্যাদি;

(৩২) ঠগ, প্রতারক, মাদক, ছিনতাই ও হয়রানীসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে মুক্ত নিরাপদ পর্যটন নিশ্চিতকরণ ও পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে ঠগ, প্রতারক, ছিনতাইকারী ও অবাঞ্চিত ব্যক্তিসহ সকল গণ উপদ্রব দূরীকরণে সংশ্লিষ্টদের সর্বদা সক্রিয় থাকা;

(৩৩) নারীবান্ধব পর্যটন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পর্যটন বিষয়ক আইন ও প্রশাসনে যথেষ্ট নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ;

(৩৪) বিদেশি পর্যটকদের জন্য পর্যটন সেবা বিশেষ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরীকরণ;

(৩৫) পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রের সন্নিহিত এলাকাসহ জেলার সকল নাগরিকগণকে পর্যটন-বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকার নেতৃস্থানীয় নাগরিক, ব্যবসায়ীগণকে পর্যটনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত রাখার লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, অনুষ্ঠানসহ সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৩৬) পর্যটন সাইট এবং ওয়েসাইড পর্যটনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ;

(৩৭) ইনবাউন্ড পর্যটনের বিকাশে ই-ভিসা পদ্ধতি চালুকরণ এবং বিদেশি পর্যটকদের জন্য সামগ্রিকভাবে ভিসা পদ্ধতি সহজিকরণ;

(৩৮) জাতীয় শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত পর্যটনের উপখাতসমূহের সম্প্রসারণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

(৩৯) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী ও অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;

(৪০) পর্যটনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

(৪০) পর্যটকদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, সরবরাহ ও পরিবেশন নিশ্চিতকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়

৩. জাতীয় পর্যটন নীতির প্রধান প্রধান দিকসমূহ:

৩.১ বাংলাদেশে পর্যটন সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন, মানবসম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য জাতীয় পর্যটন নীতিমালার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপঃ

৩.১.১ বহুমাত্রিক পর্যটন ও সেবা শিল্পকে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প হিসেবে ঘোষণা এবং এ শিল্পকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে যথাযথ আইনগত কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পন্ন উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সেই লক্ষ্যে যথাযথ বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে বহুমুখী সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (SDG) বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যটন ও সেবা শিল্পকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

৩.১.২ পর্যটন শিল্প বিকাশে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৩.১.৩ নতুন নতুন পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত আকর্ষণসমূহকে সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পর্যটন-আকর্ষণে রূপান্তরকরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথ প্রচার ও বিপণন নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৪ চিহ্নিত পর্যটন এলাকাসহ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে অর্থের বরাদ্দ রাখা। একই সাথে পর্যটন গন্তব্যসমূহে যাতায়াত বা গমনাগমনের জন্য রেল, বিমান, নৌ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অগ্রাধিকারভিত্তিক ভৌত অবকাঠামোর সমন্বিত উন্নয়নকল্পে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ বরাদ্দের সংস্থানকরণ;

৩.১.৫ অবকাঠামো ও উপরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের অধীন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ;

৩.১.৬ বাংলাদেশের সংস্কৃতি, উৎসব ও পার্বণকে পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে বাজার সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়, বক্তি/ব্যক্তিবর্গ কিংবা সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন/সংরক্ষণ করে পর্যটন কার্যক্রমে উৎসাহিত করা। সংস্কৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গান বিশেষ করে বাউল সংগীত, গম্ভীরা, লালনগীতি, পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, হাছন রাজার গান ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন সাধন;

৩.১.৭ পর্যটন-আকর্ষণসমূহের বহুমুখীকরণসহ এ্যাডভেঞ্চার পর্যটন, ট্রেকিং, সার্ফিং, হাইকিং, কায়াকিং, ক্রীড়া পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন, শিক্ষামূলক পর্যটন, হেলথ এন্ড হিলিং/ওয়েলনেস পর্যটনসহ বিভিন্ন ধরনের পর্যটন উন্নয়ন ও আইনী কাঠামোর আওতায় আনয়ন;

৩.১.৮ পরিবেশবান্ধব ইকো-ট্যুরিজম তথা ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি ট্রাভেল ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সার্বিক সহযোগিতা গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন;

৩.১.৯ সুন্দরবন, উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (ECA) পর্যটন উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগে নিবিড় প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ও সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

৩.১.১০ পর্যটন শিল্পে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মার্কেটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ। এছাড়া, গ্লোভাল মিডিয়া, গ্লোভাল ট্যুরিজম ইভেন্টে অংশগ্রহণ দেশি ও বিদেশি সোসাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার/ব্লগার, আন্তর্জাতিক ট্রাভেল ম্যাগাজিন, সেবা প্রদানকারী তৃতীয়পক্ষের (যেমন: বুকিং ডট কম, এগোডা, ট্রিপ এডভাইজার ইত্যাদি) মাধ্যমে কার্যকর প্রচার ও বিপণন;

৩.১.১১ পর্যটন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;

৩.১.১২ বহি:বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক অবস্থান তৈরী ও বাংলাদেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট অনন্য অফারিং, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আমাদের অগ্রগতির সমন্বয়ে কান্ট্রি ব্রান্ডিং এর আওতায় সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ;

৩.১.১৩ শ্রমঘন ও সেবাধর্মী পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত পর্যটন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.১.১৪ চলমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন বাজার অন্বেষণ, পণ্য ও সেবার উন্নয়ন, প্রতিযোগী বিশ্লেষণ, টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন গঠনের নিমিত্ত পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং থিমভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

৩.১.১৫ ভিশন ২০৪১ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন শিল্পের অবদান নিশ্চিতকল্পে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক পর্যটন সংক্রান্ত পলিসি, গাইডলাইন, আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল, নীতিমালা ইত্যাদি অংশীজনসহ প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন রা;

৩.১.১৬ পৃথিবীর প্রধান পর্যটক আগমনকারী উৎস দেশসমূহে (Tourist Generating Country) বাংলাদেশী পর্যটন আকর্ষণ যথাযথ পদ্ধতিতে প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে জনপ্রিয়করণ এবং বাংলাদেশে তাদের ভ্রমণের জন্য ভিসাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সহজিকরণ;

৩.১.১৭ জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০২৪, বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন-তদারকিকরণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী;

৩.১.১৮ জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০২৪, বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট, সময়ানুগ (Time-bound) ও বাস্তবায়নযোগ্য (Actionable) কর্ম-পরিকল্পনা (Action plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৩.২ প্রধান প্রধান পর্যটন-আকর্ষণ উন্নয়ন

৩.২.১ সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক পর্যটন উন্নয়ন

পৃথিবীর দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, সাগর কন্যা কুয়াকাটা, টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন ও সোনাদিয়া দ্বীপসহ অন্যান্য সমুদ্র সৈকত ও দ্বীপসমূহকে কেন্দ্র করে আদর্শ অবকাশ পর্যটন গন্তব্য (Ideal Holiday-making destination) সৃষ্টি, সৈকতভিত্তিক বীচ ফুটবল/ভলিবল, সার্ফিংসহ সমুদ্র সৈকতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র , ক্লাব এবং আন্তর্জাতিকমানের রিসোর্টসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টি। সমুদ্র সৈকত সমৃদ্ধ পর্যটন স্পটসমূহ বিকাশে ও দ্রুত যোগাযোগের জন্য মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ এবং পর্যটন সম্পৃক্ত রেল, বিমান ও স্থল যোগাযোগসহ বিমানবন্দরের উন্নয়ন সাধন।

৩.২.২ সুন্দরবন ও দেশের বিভিন্ন স্থানে টেকসই ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়ন

বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট 'সুন্দরবন'কে কেন্দ্র করে ইকে-ট্যুরিজম উন্নয়নকল্পে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করা এবং সুন্দরবনের আশেপাশে ও অভ্যন্তরে পরিবেশবান্ধব পর্যটন সুবিধাদি যেমন, ইকো-লজ, ওয়াচ টাওয়ার, রোপওয়ে, ওয়াকওয়ে, নাইট-হাইকিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি। সুন্দরবনের সম্ভাব্য পর্যটন স্পটগুলো চিহ্নিত করে পর্যটন উন্নয়নের আওতায় আনয়ন। সুন্দরবন ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান, যেমন-সিলেটের তামাবিল, জাফলং, লালাখাল, ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর, গোয়াইঘাটের রাতারগুল জলাবন, বিছানাকান্দিসহ, মৌলভীবাজারের মাধবকুন্ড, শ্রীমঙ্গল, লাউয়াছড়া বন, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, সুনামগঞ্জ-সিলেটের হাওড়, বিরিসিরি, পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তীরবর্তী আকর্ষণীয় স্পট, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য পরিবেশ সংকটাপন্ন স্থানে (ECA) ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.২.৩ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন উন্নয়ন

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ যথাযথ সংরক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়ন করত: প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয়করণ।

৩.২.৪ নৌ-পর্যটন ও গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন

বাংলাদেশ অসংখ্য নদ-নদী বাহিত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের বিশাল জলপথ গ্রামীণ জীবনধারার প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিদেশিদের কাছে আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গণ্য। নদীপথে ভ্রমণের জন্য নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন জলযানের ব্যবস্থা করে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নৌ ভ্রমণে আকৃষ্ট করা ও নদী তীরবর্তী আকর্ষণীয় স্থানসমূহে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.২.৫ ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়ন:

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় তীর্থস্থানসমূহ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেমন-বিশ্ব এজতেমা (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম ধর্মীয় সমাবেশ), সুফী সাধকের মাজার, ইবনে বতুতা ট্রেইল, সম্রাট অশোক ট্রেইল, মহেশখালির আদিনাথ মন্দির ও সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির, লাঙ্গালবন্দ, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে, United Nations World Tourism Organization (UNWTO), United nation Scientific and Cultural Organization (UNESCO), ISLAMIC Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Organization of Islamic Conference (OIC)-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ সৃষ্টি করা। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, কুয়াকাটা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক স্থাপনা/প্যাগোডা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে Buddhist Circuit উন্নয়নের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উৎসাহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা।

৩.২.৬ সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন:

বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য দিবস, মেলা, পার্বণ ও কর্মকান্ডকে ঘিরে সাংস্কৃতিক পর্যটন উন্নয়ন। একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, পৌষ উৎসব, গ্রামীণ মেলা ও নবান্ন উৎসবসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক

কর্মকান্ডকে বিদেশি পর্যটকদের সামনে উপস্থাপন এবং দেশীয় পরিবেশবান্ধব ঐতিহ্যবাহী যানবাহনকে পর্যটন-আকর্ষণ হিসেবে উন্নয়ন।

৩.২.৭ অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন

বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভ্রমণে সক্ষমতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ পর্যটনের উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক পর্যটক আকর্ষণের ধারা সূচিত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ ভ্রমণে আগ্রহ সৃষ্টি ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন সুবিধাদিসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ; প্রধান প্রধান ধর্মীয় এবং পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ স্থানগুলোতে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের জন্য সুলভমূল্যে (স্বল্প ভাড়ায়) আবাসিক ব্যবস্থাদি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই শিল্পের জন্য বেসরকারি খাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থাকরণ।

৩.২.৮ যুব পর্যটন উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ যুব পযটন উৎসাহিত করার জন্য স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুলভে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ ট্যুর, শিক্ষা সফর ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.২.৯ কমিউনিটি ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন

স্থানীয় জনগোষ্ঠির সহায়তায় পর্যটন আকষণসমূহ সংরক্ষণ ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। পর্যটন আর্কষণীয় স্থানসমূহের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে **পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা** কমিটি গঠন এবং আগত দেশি-বিদেশি পযটকদের বিনোদনের লক্ষ্যে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের জন্য উৎসাহিতকরণ। বিদেশি পর্যটকদের জন্য কমিউনিটি ‘হোমস্টে’ অপারেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্থানীয় সংস্কৃতি কর্মীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্প্রদায় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিউনিটি পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় ট্যুর গাইড তৈরির লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ।

৩.২.১০ ক্রীড়া পর্যটন:

পর্যটনে খেলাধূলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অর্ন্তভুক্তি, সফলতা, ফুটবল ও ক্রিকেটে নারীদের সাফল্য, এবং ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে বিশ্বের ক্রীড়ামোদী পর্যটকদের এ দেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও অন্যান্য খেলাধূলা উপলক্ষ্যে ক্রীড়া পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩.২.১১ বিবিধ

হেরিটেজ পর্যটন উন্নয়ন এবং MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event)-সহ অন্যান্য সম্ভাব্য পর্যটনের অনুসঙ্গ বা ধারাসমূহকে বহুমুখীকরণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

চতুর্থ অধ্যায়

৪. জাতীয় পর্যটন নীতির বাস্তবায়ন কৌশল

এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ৭.১ -এর বর্ণনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে একটি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট সেল গঠনপূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বহুমাত্রিক শ্রমঘন শিল্প হিসাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, পর্যাপ্ত পুঁজি বিনিয়োগ, আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য-সহযোগিতা সংগ্রহ বা গ্রহণ, ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও স্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ, সম্ভাব্য পর্যটন স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ, চারু ও কারু শিল্পের লালন ও বিকাশ, পর্যটন সম্পৃক্ত মৃতপ্রায় ঐতিহ্যবাহী শিল্পের পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, সহযোগিতাকরণ ও বিকাশ, বিদেশিদের গমনাগমন সংক্রান্ত বিধিবিধান সহজিকরণ, হস্তজাতশিল্পের উন্নয়ন, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, বিমানবন্দর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, পর্যটন পণ্য ও সেবার বৈদেশিক প্রচার, বিপণন ও ব্রান্ডিং, ইত্যাদির সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এছাড়া, পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার আবাসন (হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, কটেজ, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, এপার্টেল, বোটেল, ফার্ম হাউস, ওয়েবসাইট হোটেল, হাইওয়ে ইন, টুরিস্ট হোম, টাইম শেয়ারিং, হোমস্টে ইত্যাদি), খাবার ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকান্ড সৃষ্টি, প্যাকেজ ট্যুরের জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাও জরুরী। বর্ণিত প্রেক্ষিতে পর্যটন খাতে সরকার সহায়ক অনুঘটকের ভূমিকায় থেকে বেসরকারি খাতে পর্যটন উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান করবে এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তৈরীসহ অন্যান্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত সকল গোষ্ঠীর মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করবে।

দেশের টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য (ক) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, (খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (গ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়, (ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (চ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, (ছ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, (জ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ঝ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ঞ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ), (ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (ঠ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, (ড) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, (ঢ) শিল্প মন্ত্রণালয়, (ণ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও পর্যটন সম্পৃক্ত সকল বেসরকারি অংশীজন ও বিনিয়োগকারীদের সাথে নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি ও কার্যকর করা, রূপকল্প ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আন্ত:মন্ত্রণালয় ও এজেন্সি সমন্বয়, দেশি, অনাবাসি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ বা যুগোপযোগীকরণ, পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং প্রচার ও বিপণনের কর্মকৌশল নির্ধারণসহ প্রযোজ্য সকল সহায়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। এ ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/এজেন্সি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যটন সংক্রান্ত সকল উন্নয়ন সমন্বয় করে অনুঘটকের (Catalyst) ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পর্যটন শিল্পের সুসমন্বিত উন্নয়নে জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর থাকবে:

৪.১ জাতীয় পর্যায়

৪.১.১ জাতীয় পর্যটন পরিষদ

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শিল্প এবং এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পৃক্ত। তাই জাতীয় পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পর্যটন পরিষদ কার্যকর থাকবে। এ পরিষদ জাতীয়ভাবে পর্যটন উন্নয়নে লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

৪.১.২ পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কার্যকর থাকবে। এ কমিটি জাতীয় পর্যটন উন্নয়নে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পর্যটন খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৪.১.৩ পর্যটন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি

মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে একটি পর্যটন সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি কার্যকর থাকবে।

৪.১.৪. আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি

জাতীয় পর্যটন পরিষদ, পযটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও পর্যটন উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশনা ও পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি কার্যকর থাকবে। এ কমিটি নিয়মিতভাবে সভা অনুষ্ঠান করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪.২ বিভাগীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়

বিভাগীয় ও মহানগর পর্যায়ে স্থানীয় পর্যটন সম্পদের যথাযথ বা সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও সুপরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য বিভাগীয় ও সিটি কর্পোরেশনে পর্যটন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে জাতীয় পর্যটন নীতির আলোকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

জেলা পর্যায়ে পর্যটন আকর্ষণসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যটন উন্নয়ন সমন্বয সাধনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে গঠিত ‘জেলা পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি’ কার্যকর রাখা। পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ‘পর্যটন সেল’ গঠন করা। বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প/মৃৎশিল্প এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তৈরি বিভিন্ন পণ্য ও সামগ্রীকে পযটকদের কাছে স্যুভেনির হিসাবে উপস্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ। জেলা পরিষদকে পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের কাজে সম্পৃক্তকরণ, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদকে পর্যটন উন্নয়ন, বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ।

চিহ্নিত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পযটন সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ স্থানীয় পর্যটন উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৪.৩ বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে সম্পৃক্ত করা

পর্যটন আকর্ষণ, পণ্য ও সেবার প্রচার ও বিপণনে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন, দূতাবাস ও কনসুলার অফিসসমূহকে সম্পৃক্ত করে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ। তাদের নির্ধারিত পালন সম্পর্কিত তথ্যাদি ও অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত, যোগাযোগ, সমন্বয় ও মনিটরিং করা।

পঞ্চম অধ্যায়

৫. জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট সেল গঠনসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

৫.১ আইন প্রণয়ন

দেশি-বিদেশি পর্যটকগণকে উন্নত পর্যটন সেবা প্রদান এবং পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সক্ষম ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশে নতুন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন এবং সময়ে সময়ে বিদ্যমান আইনসমূহ হালনাগাদকরণ।

৫.২ পর্যটন এলাকা ও পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ, পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী সেগুলোর শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। পর্যায়ক্রমে সারা দেশের পর্যটন স্পটসমূহকে চিহ্নিত করে দাগ-খতিয়ান ও সেগুলোর বৈশিষ্ট্যসহ ডাটাবেইজ তৈরী ও পর্যটন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা। পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী পরিবর্তনসহ অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা। ব্যক্তিখাতে নির্মিত ও পরিচালিত বিভিন্ন পর্যটন স্পট/অবকাঠামোগুলোকে তালিকাভুক্তকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৫.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্তকরণ

পর্যটন শিল্পের অর্থবহ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিষদ/আঞ্চলিক পরিষদসহ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পর্যটন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।

৫.৪ পর্যটন খাতে দেশি, অনাবাসি ও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ

(ক) পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের সুবিধাদি সৃষ্টিকল্পে নিবাসি, অনাবাসি বাংলাদেশি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পর্যটন শিল্পের প্রকল্পগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্পের সুবিধা প্রদান।

(গ) বেসরকারি খাতকে পর্যটন শিল্প বিনিয়োগে উদ্যোগী করার জন্য ঋণ প্রদান, ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা, রেয়াতি হারে শুল্ক ও কর প্রদান এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান।

(ঘ) বেসরকারি খাতের সাথে যৌথ উদ্যোগে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি বা বৃদ্ধিকরণ এবং পর্যায়ক্রমে এগুলোর পরিচালনার জন্য বেসরকারি খাতে ইজারা প্রদান।

(ঙ) পর্যটন উন্নয়নে বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থাপনায় প্যাকেজ ট্যুরসহ সকল পর্যটন সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনায় বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা করা।

(চ) বেসরকারি পর্যটন শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্যকরণ।

৫.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়

বহুমাত্রিক পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় আন্তঃমন্ত্রণালয়, আন্তঃএজেন্সি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ সম্পৃক্তকরণ। এক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পর্যটন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তাকারী ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা।

৫.৬ ইকো-ট্যুরিজম

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্তির মাধ্যমে সুন্দরবনসহ সকল সম্ভাব্য ও প্রযোজ্য অঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও বিপণন। ইকো-ট্যুরিজম সংক্রান্ত বিষয়াদির তদারকি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমন্বয়ে এক বা একাধিক যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করা।

৫.৭ অবিকশিত পর্যটন এলাকা

যে সকল আকর্ষণীয় পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানে এখনও পর্যটন সুবিধা গড়ে উঠেনি, সে সকল এলাকার পর্যটন বিকাশে সরকারের তরফ থেকে প্রাথমিক বিনিয়োগের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ।

৫.৮ একক সেবা কেন্দ্র

দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের পর্যটন উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যটন সংস্থা কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণস্থলসমূহে প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা কেন্দ্র বা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা।

৫.৯ নৃতাত্ত্বিক হস্তশিল্প ও স্যুভেনির

ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির হস্তশিল্প, নিজস্ব পর্যটন-আকর্ষণ উৎপাদন ও উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমন্ডিত স্যুভেনির প্রস্তুতসহ এ সকল পর্যটন-আকর্ষণের মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ ছাড়া, ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠির তরুণ শিক্ষিত ও যুবসমাজ থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় ট্যুর গাইড তৈরি করা। এ জন্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.১০ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন:

জাতীয় পর্যটন নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও সামগ্রীক পর্যটন উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:

(ক) ভবিষ্যতের জন্য পর্যটন উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন;

(খ) রূপকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের চিহ্নিত পর্যটন আকর্ষণকে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা পূরণের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয়ভিত্তিক বিভাজন করে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ।

(গ) মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনপূর্বক সময়াবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা (Action plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(ঘ) দেশের পর্যটন আকর্ষণসমৃদ্ধ স্থানসমূহকে চিহ্নিত করে সেগুলোতে পর্যায়ক্রমে অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করা।

(ঙ) পর্যটন কেন্দ্রসমূহে স্থল, রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং পর্যটন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া।

(চ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকার নিকটবর্তী অথবা পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে পর্যটন পল্লী গড়ে তোলা। এখানে বিদেশি বিনিয়োগ অগ্রাধিকার দেয়া, পর্যটকদের দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বিনোদনের বিশেষ সুবিধা প্রদান।

৫.১১ অঞ্চলভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

SAARC ও BIMSTEC অন্তর্ভুক্ত দেশসহ সমন্বিত আঞ্চলিক পর্যটন কর্মসূচী গ্রহণ। UN Tourism-সহ পর্যটন সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি, দেশে পর্যটন মেলার আয়োজন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক ট্যুর অপারেটরসহ পর্যটন সংক্রান্ত সকল সংগঠনের সাথে সংযোগ সাধন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পর্যটন পণ্য উন্নয়ন কৌশল

৬.১. পর্যটন উন্নয়নের জন্য সাধারণ কৌশলঃ পর্যটন কার্যক্রম ও পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সাধারণ কৌশল অবলম্বন বা গ্রহণ করিবে:

৬.১.১ **পর্যটন গন্তব্য চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নঃ** বাংলাদেশের মধ্যে নতুন পর্যটন গন্তব্য চিহ্নিতকরণ এবং বিকাশ ও উন্নয়ন করা। এর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণের মূল্যায়ন, প্রবেশাধিকারের উন্নতি, পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং টেকসই পর্যটন চর্চা অন্তর্ভুক্ত রাখা।

৬.১.২ **অবকাঠামো উন্নয়নঃ** পর্যটন গন্তব্যগুলোতে সহজে প্রবেশের সুবিধার্থে সড়ক, নৌ, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন এবং গণপরিবহন ব্যবস্থাসহ পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নতিতে বিনিয়োগ করা। এছাড়া, পর্যটন গন্তব্যগুলোতে যাওয়ার রাস্তার দুই পাশের মৌলিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।

৬.১.৩ **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণঃ** বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ওপর জোর দেওয়া। ঐতিহাসিক স্থান, স্মৃতিসৌধ এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য/স্থাপনা পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। সাংস্কৃতিক পর্যটন বিকাশে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গড়ে তোলা, যাতে পর্যটক/দর্শনার্থীরা স্থানীয় ঐতিহ্য, উৎসব, শিল্প এবং কারুশিল্পের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

৬.১.৪ **ইকো-ট্যুরিজম এবং প্রকৃতি সংরক্ষণঃ** ইকো-ট্যুরিজম এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের উপর জোর দিয়ে টেকসই পর্যটন অনুশীলনের প্রচার করা। জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার এবং প্রাকৃতিক বা নেসর্গিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা ও সুরক্ষা প্রদান। পর্যটকদের জন্য হাইকিং, পাখি পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতি ভ্রমণের মতো পরিবেশবান্ধব ক্রিয়াকলাপ উন্নতি করা।

৬.১.৫ **পর্যটন অফারগুলিকে বৈচিত্র্যময় করাঃ** বিস্তৃত পরিসরের দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে নিস পর্যটন (Niche Tourism) পণ্যগুলো চিহ্নিত এবং বিকাশ করা। এর মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, রন্ধন পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন, চিকিৎসা পর্যটন এবং ক্রীড়া পর্যটন অন্তর্ভুক্ত রাখা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রাকে তুলে ধরে এমন অনন্য এবং প্রকৃত অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য স্থানীয় কমিউনিটির সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

৬.১.৬ **দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণঃ** পর্যটন শিল্পের পেশাদারদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা। গ্রাহক পরিসেবা, আতিথেয়তা, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইডিং এবং টেকসই পর্যটন অনুশীলনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬.১.৭ **বিপণন ও প্রচারঃ** পর্যটন গন্তব্য হিসাবে বাংলাদেশকে পরিচিতি করতে ও সুনাম (Image) বৃদ্ধি করতে কার্যকর প্রচার ও বিপণন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। ডিজিটাল বিপণন কৌশল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভ্রমণ ওয়েবসাইট এবং ভ্রমণ এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা এবং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা।

৬.১.৮ **সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বঃ** পর্যটন শিল্পে সরকার, বেসরকারি খাত, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। পর্যটন পণ্য উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যুক্ত হওয়া।

৬.১.৯ **পর্যটকদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করাঃ** পর্যটকদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ ভ্রমণকে অগ্রাধিকার নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা। দর্শনার্থীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাগতপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে নিরাপত্তা অবকাঠামো বৃদ্ধি, নিরাপত্তা নির্দেশিকা বাস্তবায়ন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মী ও পর্যটন সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬.১.১০ **পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** পর্যটন পণ্য ও সেবার বহুমুখীকরণ ও উন্নয়ন উদ্যোগের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বা ব্যবস্থা চালু করা।

পর্যটন কার্যক্রম এবং পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য থিম ভিত্তিক কৌশল

৬.২ **বীচ পর্যটন**

৬.২.১ সৈকত পর্যটন টেকসই সৈকত পর্যটন কার্যক্রম সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যেমন সৈকততের কাছাকাছি আবাসন (পরিবেশগত নিয়ম ও বিল্ডিং কোড অনুসারে নির্মিত), রেস্তোঁরা, ক্যাফে এবং সৈকত চেয়ার, ছাতা এবং জলক্রীড়া সরঞ্জামের মতো সুযোগ-সুবিধাদি তৈরি করা;

৬.২.২ পর্যটকদের সৈকতে নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য লাইফগার্ড, লাইফজ্যাকেট, সুরক্ষা পতাকা, সমুদ্রস্নান নির্দেশিকা বা সতর্কবার্তা এবং সুরক্ষা চিহ্ন, ওয়াচ টাওয়ার ইত্যাদি সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা;

৬.২.৩ টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা;

৬.২.৪ পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন, জলক্রীড়া, প্যারা সেইলিং, স্কুবা ডাইভিং, সার্ফিং, সৈকত ভলিবল এবং অন্যান্য সৈকত গেমস/ক্রীড়ার ব্যবস্থা রাখা;

৬.৩ **হেলথ এন্ড ওয়েলনেস ট্যুরিজম**

৬.৩.১ ওয়েলনেস ট্যুরিজম এর উন্নয়ন ও বিকাশে হোটেল, স্পা, সুস্থতাকেন্দ্র এবং ফিটনেস কেন্দ্রসহ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পর্যটনের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা।

৬.৩.২ জৈব খাদ্য, ভেষজ ওষুধ এবং ঐতিহ্যবাহী নিরাময়ের অনুশীলনের মতো স্থানীয় পণ্যগুলোকেও প্রচার করা।

৬.৩.৩ আবাসন, খাবার, স্পা চিকিৎসা এবং সুস্থতা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ সরবরাহকারী প্যাকেজগুলোও করা এবং

৬.৩.৪ এ জন্য গন্তব্য পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পর্যটন খাতের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৬.৪ **গ্রামীণ পর্যটন**

৬.৪.১ গ্রামাঞ্চলে হোমস্টে প্রোগ্রাম বিকাশ করা, পর্যটকদের গ্রামীণ জীবনের নতুন ও সুখকর বা স্মৃতিমধুর অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় পরিবারের পাশাপাশি কৃষি কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা।

৬.৪.২ ফার্ম ট্যুর এবং কৃষি কর্মশালা আয়োজন করা, যেন দর্শনার্থীদের ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজ সম্পর্কে জানতে, কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং ফসল কাটা, গরুর দুধ খাওয়ানো বা ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরির মতো হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারা।

৬.৪.৩ কর্মশালা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করে গ্রামীণ হস্তশিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পের প্রচার করা, যেখানে পর্যটকরা স্থানীয় কারিগরদের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং এমনকি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প তৈরিতে তাদের হাত চেষ্টা করতে পারে।

৬.৪.৪ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য এবং গ্রামাঞ্চলের অনন্য বাস্তুতন্ত্র উপভোগ করার জন্য গ্রামীণ মেঠোপথ এবং হাইকিং ট্রেইল ও উন্নয়ন করা।

৬.৪.৫ গ্রামীণ অঞ্চলের ঐতিহ্য, সঙ্গীত, নৃত্য এবং রান্নার আনন্দ উদযাপন করে এমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং উৎসবের আয়োজন করতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয় করা।

৬.৪.৬ স্থানীয় কৃষি পর্যটন উদ্যোগ বিকাশকে সহযোগিতা করা।

৬.৪.৭ গাছ লাগানো, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বা পরিবেশ শিক্ষা কর্মসূচির মতো গ্রামীণ অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান রাখে এমন কমিউনিটি ভিত্তিক প্রকল্প/কর্মসূচীর সাথে পর্যটক/পর্যটন ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৬.৪.৮ গ্রামীণ পর্যটন গন্তব্য ও গ্রামীণ অভিজ্ঞতার আলোকে ভ্রমণ প্যাকেজ তৈরি ও প্রচারের জন্য স্থানীয় ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড এবং ট্রাভেল এজেন্টদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

৬.৪.৯ গ্রামীণ পরিবেশের মৌলিক ও আকর্ষণ রক্ষা করে পর্যটকদের চাহিদা পূরণ করার জন্য গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, যেন আরামদায়ক আবাসন, নির্ভরযোগ্য পরিবহন এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ।

৬.৫ আন্তঃসীমান্ত পর্যটন (ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম)

৬.৫.১ সীমান্ত পারাপারের সুবিধার্থে এবং আন্তঃসীমান্ত ভ্রমণকে উৎসাহিত করতে ভিসা প্রক্রিয়াকে সহজতর করা।

৬.৫.২ যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আকর্ষণ তুলে ধরে আন্তঃসীমান্ত ট্যুর প্যাকেজ তৈরি করা।

৬.৫.৩ যৌথ বিপণন প্রচার এবং প্রচারমূলক কার্যক্রমের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৬.৫.৪ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে পরিবহন অবকাঠামো এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

৬.৫.৫ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং সমন্বিত পরিসেবা প্রদানের জন্য পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা জোরদার করা।

৬.৬ ধর্মীয় পর্যটন

৬.৬.১ তীর্থযাত্রা পথ উন্নয়ন, যাত্রাপথে আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৬.৬.১ ধর্মীয় স্থান, আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলোকে নিয়ে গাইডেড ট্যুর তৈরি করা।

৬.৬.১ দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

৬.৬.১ ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক পশ্চাদপসরণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

৬.৭ অ্যাডভেঞ্চার ও স্পোর্টস ট্যুরিজম

৬.৭.১ হাইকিং, রক ক্লাইম্বিং, জিপ-লাইনিং এবং প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো ক্রিয়াকলাপের জন্য অ্যাডভেঞ্চার পার্ক এবং ক্রীড়া সুবিধা বিকাশ করা।

৬.৭.২ গুহা অন্বেষণ, হোয়াইট-ওয়াটার রাফটিং এবং হট এয়ার বেলুনিংয়ের মতো অনন্য অ্যাডভেঞ্চার অভিজ্ঞতার প্রচার করা।

৬.৭.৩ অ্যাডভেঞ্চার এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ইভেন্টস আয়োজন করা।

৬.৭.৪ অ্যাডভেঞ্চার এবং ক্রীড়া উৎসাহীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করা।

৬.৮ সাংস্কৃতিক পর্যটন

৬.৮.১ সাংস্কৃতিক পর্যটন কর্মসূচি তৈরি করা যা পর্যটকদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে মিশতে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে এবং ঐতিহ্যবাহী ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ তৈরি করা।

৬.৮.২ ঐতিহাসিক স্থান, জাদুঘর এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধরনগুলো তুলে ধরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ট্রেল/পথ বিকাশ করা।

৬.৮.৩ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা, সঙ্গীত, নৃত্য, রন্ধনপ্রণালী এবং হস্তশিল্প প্রদর্শন করা।

৬.৮.৪ পর্যটকদের স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে থাকার এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য হোমস্টে ব্যবস্থা চালু করা।

৬.৮.৫ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পর্যটন ইভেন্টের ক্যালেন্ডার ম্যাপিং করা।

৬.৯ মুক্তিযুদ্ধ স্মারক এবং ইতিহাস পর্যটন

৬.৯.১ ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণে এবং যুদ্ধ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মৃতিসৌধ এবং জাদুঘর তৈরি করা।

৬.৯.২ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের জন্য গাইডেড ট্যুর এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি প্রদান করা।

৬.৯.৩ উল্লেখযোগ্য দিবস/তারিখগুলোতে স্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৬.৯.৪ অর্থবহ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রবীণদের সংগঠন এবং ইতিহাসবিদদের সাথে সহযোগিতা করা।

৬.১০ ইকো-ট্যুরিজম

৬.১০.১ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইকো-লজ এবং ইকো-রিসোর্ট স্থাপন করা।

৬.১০.২ প্রাকৃতিক পথ, পাখি পর্যবেক্ষণের স্থান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য গড়ে তোলা।

৬.১০.৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং টেকসই পরিবহণের মতো পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থা প্রমোট করা।

৬.১০.৪ প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং ইকো-ট্যুরিজম উদ্যোগের জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করা।

৬.১০.৫ দেশে ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়ন, বিকাশ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে গাইডলাইনস তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬.১১ জাতিগত পর্যটন

৬.১১.১ আদিবাসী কমিউনিটির ঐতিহ্য ও জীবনধারার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পর্যটকদের জন্য প্যাকেজ ট্যুর তৈরিতে স্থানীয় ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইডের সাথে কাজ করা।

৬.১১.২ হস্তশিল্প কর্মশালা, ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা এবং ঐতিহ্যবাহী রান্নার অভিজ্ঞতা প্রদান করে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.১১.৩ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা এবং সম্প্রদায়গুলোকে তাদের অনন্য ঐতিহ্য প্রদর্শন করতে সহায়তা করা।

৬.১১.৪ আদিবাসী গ্রামগুলোতে গাইডেড ট্যুর অফার করা এবং দায়িত্বশীল পর্যটন অনুশীলনগুলো প্রচার করা।

৬.১২ ক্রুজ ট্যুরিজম

৬.১২.৫ বাংলাদেশকে একটি ক্রুজ পর্যটন গন্তব্য হিসাবে উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ক্রুজ পর্যটন কৌশল তৈরি করা।

৬.১২.৬ ক্রুজ পর্যটনকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন বা উন্নীত করা, যেমন বন্দর প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ডকিং সুবিধা, পরিবহন, রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু ও সহজিকরণ, কাস্টমস ও অন এরাইভাল ভিসার ব্যবস্থা চালু এবং অন্যান্য পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি, ইত্যাদি।

৬.১২.৭ উপকূলীয় এবং সমুদ্র ভিত্তিক পর্যটন আকর্ষণগুলো বৃদ্ধি করা।

৬.১৩ মাইস পর্যটন (MICE-Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)

৬.১৩.১ অত্যাধুনিক কনভেনশন সেন্টার এবং মিটিং সুবিধা উন্নয়ন ও বিকাশ করা।

৬.১৩.২ ব্যবসা এবং সম্মেলনের আয়োজকদের জন্য আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্রদান করা, যেমন কর সুবিধা এবং সহায়তা পরিসেবা।

৬.১৩.৩ আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বাণিজ্য মেলা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

৬.১৩.৪ অনন্য দল গঠনের কার্যক্রম এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগগুলো প্রচার করা।

৬.১৪ নদী পর্যটন

৬.১৪.১ নদী পরিভ্রমণ এবং নৌকা ভ্রমণের রুট চিহ্নিত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।

৬.১৪.২ নদীর তীরে প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করা।

৬.১৪.৩ রেস্তোরাঁ, ক্যাফে এবং বিনোদনমূলক সুবিধাসহ রিভারফ্রন্ট প্রোমেনেড স্থাপন করা।

৬.১৪.৪ কায়াকিং, ক্যানোয়িং, নৌকা বাইচ এবং মাছ ধরার মতো জল ক্রীড়া কার্যক্রমের আয়োজন করা।

৬.১৪.৫ নদী উৎসব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচার করা।

৬.১৫ শিক্ষা পর্যটন

৬.১৩.১ শিক্ষা পর্যটন বিদেশে অধ্যয়ন প্রোগ্রাম চালু করা এবং স্বল্পমেয়াদী কোর্স অফার করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৬.১৩.২ ঐতিহাসিক স্থান, জাদুঘর এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষামূলক ট্যুর এবং ফিল্ড ট্রিপের ব্যবস্থা করা।

৬.১৩.৩ বিদেশি ভাষা শেখার কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

৬.১৩.৪ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সুযোগ প্রদান করা।

৬.১৬ দায়িত্বশীল পর্যটন

দায়িত্বশীল পর্যটনের প্রসারে পর্যটক, স্থানীয় কমিউনিটি ও স্বেচ্ছাসেবক এবং সেবা প্রদানকারী অংশীজনকে যুক্ত করা। দায়িত্বশীল পর্যটন একটি পর্যটন দর্শন, যা সমাজ, পরিবেশ এবং অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটন দ্বারা সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে। এটি টেকসই পর্যটন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত, যা সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গুণগত পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে দ্বায়-দায়িত্ব চিহ্নিত করা হবেঃ

৬.১৪.১ পর্যটন পরিসেবা গ্রহণকারীগণের দায়িত্ব;

৬.১৪.২ পর্যটন পরিসেবা প্রদানকারীগণের দায়িত্ব;

৬.১৪.৩ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দায়িত্বসমূহ;

৬.১৪.৪ পর্যটন প্রশাসন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্বসমূহ ।

৬.১৭ পর্যটন এলাকায় উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

প্রতিটি পর্যটন অঞ্চলে অথবা সরকার ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা বা বিশেষ পর্যটন এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে টেকসই পর্যটন চর্চা, দায়িত্বশীল পর্যটন বিকাশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নির্ধারিত পর্যটন স্থানসমূহে কোন ব্যবসা বা উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের বিধি/গাইড লাইন/নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। তবে অঞ্চল ভেদে ভূমি বৈচিত্র্যের কারণে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পর্যটন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান ও পর্যটক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কৌশল, বিধিমালা বা গাইডলাইন প্রস্তুত ও অনুসরণ করা হবে।

৬.১৮ বাংলাদেশ পর্যটন আকর্ষণ ও পর্যটন পরিসেবার মান নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ ও পর্যটন পরিসেবা সংশ্লিষ্ট উপখাতের সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক বিধিমালা এবং তদারকরী টিম ও ব্যবস্থা থাকবে। পরিবেশ-বান্ধব আবাসন, দায়িত্বশীল ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পর্যটন আকর্ষণগুলোর টেকসই ব্যবস্থাপনাসহ পর্যটন শিল্পের পরিসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের টেকসই অনুশীলনকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য একটি National Certification Program চালু করা।

৬.১৯ হাইওয়ের পাশে এবং পর্যটন সাইটে পর্যটকদের জন্য মৌলিক সুবিধাদি

পর্যটন গন্তব্যে যাওয়ার হাইওয়ের দুই-পাশ, পর্যটন সাইট এবং রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, নৌ ও সমুদ্র বন্দরগুলোতে পর্যটকদের ভ্রমণ আরামদায়ক ও সহজগম্য করে তোলার লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্রামাগার, পাবলিক টয়লেট, সাইনবোর্ড, কানেক্টিভিটি, জরুরী পরিসেবা, ডাক সুবিধা, রাস্তা, ফুটপাত, নিরাপদ পানীয়, স্যুভেনির সপ, খাবারের দোকান ইত্যাদির মৌলিক সুবিধাদির চাহিদা চিহ্নিতকরণ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা/বিধিমালা/গাইডলাইন থাকবে।

সপ্তম অধ্যায়

পর্যটন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

৭.১ বিদেশি পর্যটকদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/স্থান/দ্বীপ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন

বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য আধুনিক পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ বিশেষ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগে দেশি-বিদেশি বেসরকারি খাতকে মুখ্য ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা। সরকারি খাত হতে যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা সৃষ্টিতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ।

৭.২ বিমান ও পর্যটন সংস্থার যৌথ উদ্যোগ

দেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন এয়ারলাইন্স/বিদেশি এয়ারলাইন্স ও জাতীয় পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে পর্যটক উৎস দেশসমূহ (Tourist Generating Country) হতে যৌথ প্যাকেজ ও বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭.৩ বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসা পদ্ধতি ও সীমান্ত আইন সহজীকরণ

বাংলাদেশে আগমনের জন্য বিদেশি পর্যটকদের জন্য দ্রুত ভিসা প্রদান এবং সীমান্ত আইন সহজিকরণ। দলবদ্ধ পর্যটকদের জন্য স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে ভিসা-অন-এ্যারাইভ্যাল চালু করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।

৭.৪ এশিয়া ও বহির্বিশ্বের পর্যটক উৎস (Tourist Generating Country) দেশসমূহ চিহ্নিতকরণ

এশিয়া ও বহির্বিশ্বের পর্যটক উৎস (Tourist Generating Country) দেশসমূহ চিহ্নিতকরণ ও পর্যটক সংগ্রহে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ। সম্ভাব্য ভবিষ্যত পর্যটকদের অনুমিত সংখ্যা নির্ধারণ, চাহিদা নির্ধারণ, কূটনৈতিক চ্যানেল সৃষ্টি, সুবিধাদি সৃষ্টি, ট্যুর অপারেটরদের সাথে সংযোগ, দূতাবাসে বিশেষ সেল গঠন।

৭.৫ বিপণন ও প্রচার

বাংলাদেশের পর্যটন-আকর্ষণ ও সুবিধাদির বাজারভিত্তিক প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ কার্যক্রমের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করাঃ

৭.৫.১ দেশের পর্যটন-আকর্ষণের বিপণনে একটি মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন।

৭.৫.২ দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন ও অর্জনের উপর ভিত্তি করে বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। দেশের পর্যটন-আকর্ষণসমূহের বর্তমান ও সম্ভাব্য বাজার, বৈদেশিক বিনিয়োগ, অন্যান্য দেশীয় আকর্ষণসমূহের বর্তমান ও সম্ভাব্য রপ্তানি বাজারের উপর ভিত্তি করে গৃহীতব্য কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা।

৭.৫.৩ বাংলাদেশকে একটি গন্তব্য ব্র্যান্ড (Destination Brand) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গৃহীত ব্র্যান্ড এর প্রচার ও বিপণনের বিভিন্ন অংশিদারদের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; পর্যটন বিপণনের জন্য প্রণীত Logo ব্যক্তিখাতে বিকশিত পর্যটন স্পটে/নৌযানে/বিভিন্ন যানবাহনে ব্যাপকভাবে প্রদর্শনে বাধ্যবাধকতার আওতায় আনয়ন।

৭.৫.৪ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পর্যটন-আকর্ষণের প্রচারের জন্য সংবাদ ও প্রামাণ্যচিত্রিভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার; পর্যটন উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষমূলক অনুষ্ঠান, টক শো এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার ও এ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৭.৫.৫ বাংলাদেশের পর্যটন-আকর্ষণের বিপণনে বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোর কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিতকরণ, দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান, বাংলাদেশে ভ্রমণ, যোগাযোগ ও খাবার সুবিধা সম্বলিত লিফলেট, পোস্টার, ব্রোশিওর পর্যটন মানচিত্র ইত্যাদি ঢাকাস্থ সকল বিদেশি দূতাবাসের ও বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে বিতরণ অব্যাহত রাখা; আকর্ষণীয় ও তথ্যসম্বলিত ওয়েবসাইট চালু করে নিয়মিত হালনাগাদ করাসহ Destination Management Service (DMS) আরো শক্তিশালী করা।

৭.৫.৬ বিদেশ হতে প্যাকেজ ট্যুর আনয়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় জাতীয় পর্যটন সংস্থাসহ প্রাইভেট ট্যুর অপারেটরস, ট্রাভেল এজেন্টস, হোটেল এ্যাসোসিয়েশন এবং বেসরকারি বিমান সংস্থার যৌথভাবে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বছরভিত্তিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান করা।

৭.৫.৭ বিদেশে পর্যটন বাজার সৃষ্টির জন্য ভবিষ্যতে এশিয়া ও ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যটন অফিস স্থাপন করা। প্রয়োজনে বিদেশে বাংলাদেশে দূতাবাস/মিশন কিংবা বিমান সংস্থার সাথে যৌথ পর্যটন অফিস স্থাপন করা। পর্যায়ক্রমে সম্ভাবনাময় দেশে বাংলাদেশের Honourary Consul (Tourism) নিয়োগের উদ্যোগ।

৭.৬ দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও পেশাদার মানবসম্পদ (জনবল) গঠন

একটি পর্যটন গন্তব্যের সাফল্য পর্যটকদের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে; পর্যটক সন্তুষ্টি এবং একটি গন্তব্যের সামগ্রিক পর্যটন কর্মক্ষমতার উন্নতি নিশ্চিত করতে দক্ষমানব সম্পদের বিকল্প নাই। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে পর্যটন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট উপযোগী মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন; জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ। সরকারি-বেসরকারি ট্যুরিজম এন্ড হস্পিটালিটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, পরিসেবার মান বজায় রাখা এবং মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পর্যটন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবন্ধনের আওতায় আনয়ন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করা। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা।

বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যারা ইতোমধ্যে পর্যটন বিষয়ে ডিপ্লোমা ব্যাচেলর, মাস্টার্স, এমবিএ ইত্যাদি কোর্স চালু করেছে তাদের পাঠ্যক্রম যুগোপযোগিকরণের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সমন্বিত/যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে পর্যটন শিল্প সংক্রান্ত পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.৭ পর্যটন সংক্রান্ত গবেষণা

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে এ সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে পর্যটন বিষয়ে ডিগ্রীধারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.৮ যৌথ উদ্যোগ

৬.৮ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/এজেন্সির মালিকানাধীন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে আন্তঃমন্ত্রণালয়/এজেন্সি বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে পর্যটন-আকর্ষণের উন্নয়ন, বিকাশ ও বিপণনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৭.৯ পর্যটকদের নিরাপত্তা

দেশী-বিদেশি, নারী ও শিশু পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত ৫টি ক্ষেত্রে কাজ করাঃ (১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, (২) স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, (৩) পরিকাঠামো নিরাপত্তা, (৪) ডিজিটাল নিরাপত্তা ও (৫) পরিবেশ নিরাপত্তা। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে জেলায় জেলায় স্থায়ী কমিটি গঠনপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও

ট্যুরিস্ট পুলিশকে সম্পৃক্তকরণ এবং ট্যুরিস্ট স্পটসমূহে ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি স্থানভেদে (যেমন-নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও অনুরূপ বিশেষ পর্যটন স্থানে) স্বেচ্ছাসেবী দল, গন্তব্য ব্যবস্থাপনা কমিটি, আনসার ও ভিডিপি, জেলা ও উপজেলা পুলিশ, কোস্ট গার্ড, নৌপুলিশ, স্বনিযুক্ত নিরাপত্তা রক্ষী প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী নিয়োজিতকরণ।

৭.১০ বিবিধ

আধুনিক পর্যটন সুবিধা প্রদান, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্পের অবদান নির্ধাণকল্পে যথাক্রমে Quality Tourism Service (QTS) বা মানসম্পন্ন পর্যটন সেবা, লোগো বা প্রতীক বরাদ্দ, মানি এক্সচেঞ্জ সেন্টার, Automated Teller Machine (ATM) বুথসহ প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সুবিধা সৃষ্টি এবং Tourism Satellite Account (TSA) পদ্ধতি চালুকরণ।